জা-আল হাক্ব ২

[বর্ধিত সংস্করণ]

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)
সংকলিত

আহলে হাদীস হানাফী দ্বন্দ্ব ও নিরসন

[জা-আল-হাক্ব-২]

(বর্ধিত সংস্করণ)

তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌আলায় হাদীসের মান বিশ্লেষণে

আহলেহাদীস হানাফী দ্বন্দ্ব ও নিরসন

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

[জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বাংলা, ভারত]

সম্পাদনা :

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা ইবনু খলীলুর রহমান আল-মাদানী

(মুহাদ্দিস-মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা)

দারুল কারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

জন্ম: ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন: বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে। ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি, এ) করেন।

দ্বীনের দ্বাঈ: ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের ‘কুরআন অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স’ লেকচার শোনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালিখি, আলোচনা ও খণ্ডন করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

মুখবন্ধ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

হক খুঁজে পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি হকের ওপরে টিকে থাকাও সহজ নয়। বাপ-দাদা বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করার কারণে মানুষ হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ﴾

'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার ওপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জ্ঞান রাখতো না এবং তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না'। (বাক্বারাহ ২/১৭০)

তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُوْنَ﴾

'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং রাসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে আমাদের জন্য তাই-ই যথেষ্ট, যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান রাখত না বা তারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না'। (মায়েদাহ ৫/১০৪)

পূর্বপুরুষরা যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সেটা ফুটে ওঠে পরকালে জাহান্নামীরা তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে যে স্বীকৃতি দিবে তার মধ্যে। তাদের বক্তব্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন,

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا﴾

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের ও বড়দের আনুগত্য করতাম। অতঃপর তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল’। (আহযাব ৩৩/৬৭)

পূর্ববর্তী বংশধরদের অন্ধ অনুসরণের কুফল সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ»

‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে’। (সহীহ বুখারী হা. ৩৪৫৬, সহীহ্ মুসলিম হা. ৬-(২৬৬৯), মুসনাদে আহমাদ হা. ১০৮৩৯, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম হা. ১০৮।)

সুতরাং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষ হক পথ থেকে দূরে সরে যায়। এজন্য পূর্বপুরুষসহ যে কোন মানুষের অন্ধ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর হকের পথে অবিচল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব 11

১. আমাদের ‘আক্বীদাহ্ ১১

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’ ১২

২. আমাদের মূলনীতি ২০

হাদীসের দ্বন্দ নিরসনে কয়েকটি নীতি ২১

৩. আহলেহাদীসগণের ফযীলত ২৬

৪. হাদীসের মুহাদ্দিসগণ কি শুধু ‘আহলেহাদীস’? ৩১

৫. মুহাদ্দিসগণ কি মাযহাব মানতেন? ৩৭

৬. তাকলীদ ৩৮

দ্বিতীয় পর্ব ৪৩

৭. সালাত ৪৩

সালাত পরিত্যাগ করা ৪৪

সাহাবায়ে ও তাবেঈগণের অবস্থান ৪৬

৮. সালাতের ওয়াক্তসমূহ	৫১
৯. নিয়তের মাস্আলাহ্	৫৩
১০. মোজার উপরে মাসাহ	৫৮
১১. সালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা	৬১
১২. নাভীর নিচে হাত বাঁধা হাদীসের জবাব	৬৭
১৩. ইমামের পিছনে সূরাহ্ আল-ফাতিহাহ্ পাঠ	৭২
১৪. ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহাহ্ পাঠ না করার দলীলের জবাব	৯১
১৫. সশব্দে 'আ-মীন'	৯৪
১৬. নিম্নস্বরে 'আ-মীন' বলা হাদীসের জবাব	৯৭
১৭. রফ'উল ইয়াদায়ন	১০৩
'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে রফ'উল ইয়াদায়ন না করার হাদীস	১০৮
১৮. রফ'উল ইয়াদায়ন না করার হাদীসের জবাব	১১০
১৯. ঈদায়নের সালাতে রফ'উল ইয়াদায়ন	১১৫
২০. জানাযার সালাতে রফ'উল ইয়াদায়ন	১১৭
২১. তাশাহ্হুদের সময় শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা	১১৮
২২. সাহ্উ সাজদাহ্ :	১২১
তাশাহহুদে আঙুল নাড়ানোর হাদীস কী শায?	১২১
২৩. সম্মিলিত দু'আ	১৩৯
প্রচলিত মুনাজাতের হাদীস তাহকীক	১৪০
২৪. ফাজ্রের দু' রাক্'আত সুন্নাত	১৫০
২৫. দুই সালাত জমা' করা	১৫১
২৬. বিত্র সালাত	১৫২
২৭. মাগরিবের সালাতের ন্যায় বিত্র আদায় না করা	১৫৩
২৮. মাগরিবের সালাতের ন্যায় বিত্র আদায়ের দলীলের জবাব	১৫৭
২৯. ক্বস্র সালাত	১৫৯

৩০. ক্বিয়ামে রমাযান (তারাবীহ) ১৬০
খুলাফায়ি রাশিদীনদের সুন্নাত ১৭৩
(সাহাবীগণ ﷺ) 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর যুগে এগারো রাক্'আত আদায় করতেন ১৭৩
দেওবন্দীদের আদালতে ২০ রাক্'আত তারাবীহের হাদীস ১৭৫
তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ অভিন্ন হওয়ার ২০টি দলীল ১৮১
৩১. ঈদায়নের তাকবীর ২০৭
ছয় তাকবীরের পক্ষে হাদীসগুলোর জবাব ২১০
৩২. জুমু'আর সালাত ২১৭
৩৩. জানাযার সালাত ২১৯
তৃতীয় পর্ব ২২০
৩৪. দা'ওয়াত ২২০
৩৫. জিহাদ ২২১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম পর্ব

১. আমাদের ‘আক্বীদাহ্

আমরা অন্তর, যবান ও আমল দ্বারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ‘আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকারের) কোনো ইলাহ নেই’। আল্লাহই প্রধান বিচারপতি, আইনপ্রণেতা, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী। প্রকৃতি বা স্বরূপ নির্ধারণ, সাদৃশ্য প্রদান এবং নির্গুণ সাব্যস্ত ছাড়াই আমরা আল্লাহ্র নামসমূহকে মানি। তিনি সাত আকাশমণ্ডলীতে স্বীয় ‘আর্শের উপরে সমুন্নত আছেন। যেমনটা তাঁর জন্য মাননসই। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। আমরা অন্তর, যবান ও আমল দ্বারা এ কথা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, ‘মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল’। তিনি সর্বশেষ নাবী, সকল সৃষ্টির ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সত্য পথপ্রদর্শক এবং তাঁর অনুসরণ আবশ্যক। তাঁর নবুওয়াত, ইমামাত (নেতৃত্ব) ও রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাঁর কথা, কাজ ও স্বীকৃতি সব প্রামাণ্য দলীল। তাঁর প্রকৃত অনুসরণের মধ্যে উভয় জগতের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে এবং তাঁর নাফারমানীতে উভয় জগতে ব্যর্থতা ও ধ্বংসের নিশ্চয়তা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন!

আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসকে দলীল এবং সত্যের মানদণ্ড হিসেবে মানি। কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেহেতু এটা প্রমাণিত আছে যে, মুসলিম উম্মাহ পথভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত হতে পারে না।[১] সেহেতু আমরা

১. মুস্তাদরাকে হাকিম ১/১১৬, হা. ৩৯৯, ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত।

ইজমায়ে উম্মাতকেও হুজ্জাত (দলীল) মানি। স্মর্তব্য যে, সহীহ হাদীসের বিপরীতে ইজমা হয়-ই না। আমরা সকল সাহাবীকে ন্যায়পরায়ণ এবং আমাদের প্রিয়ভাজন মানি। সব সাহাবীকে হিযবুল্লাহ (আল্লাহ্‌র দল) এবং আল্লাহ্‌র ওয়ালী মনে করি। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আমরা তাবি'ঈন, তাবি-তাবি'ঈন এবং মুসলিমদের ইমাম যেমন ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রমুখকে ভালোবাসি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি।

তাওহীদ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাত এবং তাক্বদীরের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমরা আদাম عليه السلام থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নাবী ও রসূলের নবুওয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করি। কুরআন মাজীদকে আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী) মনে করি। কুরআন মাজীদ মাখলূক্ব (সৃষ্ট) নয়। আমরা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধিরও প্রবক্তা। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও হয়। আমাদের পূর্বসুরি আলিমগণ আহলে সুন্নাতের যে 'আক্বীদাহ্ বর্ণনা করেছেন, তার প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্, 'উসমান ইবনু সা'ঈদ আদ্ দারিমী, বায়হাকী, ইবনু আবী 'আসিম, ইবনু মান্দাহ, আবূ ইসমা'ঈল আস্-সাবূনী, 'আব্দুল গনী মাক্বদিসী, ইবনু কুদামাহ্, ইবনু তায়মিয়াহ্, ইবনুল ক্বাইয়িম, আজুর্‌রী, লালকাঈ প্রমুখ। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহম করুন!

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'

এটা শির্ক নয়। বরং একটি তাওহীদী বাক্য। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমাদের অনেকেই এই বাক্যটিকে শির্ক রূপে অনুধাবন করেছেন যা দুঃখজনক। নিম্নে আমরা কতিপয় দলীল পেশ করলাম যা আমাদের মাঝে বিদ্যমান ভুল ধারণার অপনোদন করবে ইনশা আল্লাহ।

দলীল-১ : ইমাম মুসলিম ﵀ রচিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ ‘সহীহ মুসলিম’-এ কিতাবুল ঈমানের অষ্টম অনুচ্ছেদে এই কালিমাটির উল্লেখ আছে-بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ-লোকদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে থাকা যতক্ষণ না তারা বলে যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’।[২]

দলীল-২ : ইমাম ত্বাবারাণী ﵀ লিখেছেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘কালেমায়ে তাক্বওয়া হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’।[৩]

দলীল-৩ : ইমাম বায়হাক্বী ﵀ লিখেছেন,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ قَوْمًا اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ} وَقَالَ تَعَالَى: {إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} وَهِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " اسْتَكْبَرَ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ يَوْمَ كَاتَبَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ

ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসায়েন আল-বায়হাক্বী ﵀ (মৃ. ৪৫৪ হি.) বলেছেন, আমাদেরকে আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফেয (ইমাম হাকেম, আল-মুসতাদরাক-এর প্রণেতা) সংবাদ প্রদান করেছেন... অবশ্যই আবূ হুরায়রা ﵁ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে নাযিল করেছেন এবং একটি গোত্রের উল্লেখ

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-১, অনুচ্ছেদ-৮, ১/৫১, মাকতাবা শামেলা। ২০ নং হাদীসের পূর্বে, ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর হাদীস নং ৩২; সহীহ মুসলিম খণ্ড-১, পৃ. ৬২, আহলেহাদীস লাইব্রেরী, ঢাকা হ'তে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২ ইং।

৩. ইমাম ত্বাবারানী, আদ-দু'আ হা. ১৬১৮।

করেছেন যারা অহংকার করেছিল। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেছেন, নিশ্চয়ই তাদেরকে যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা হতো, তখন তারা অহংকার করত।[৪] এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যখন কাফেরগণ তাদের অন্তরে জাহেলিয়াতের জিদ রেখেছিল, তখন আল্লাহ তার শান্তি তার রাসূল এবং মুমিনদের উপরে নাযিল করেছিলেন। আর তাদের জন্য 'কালেমায়ে তাক্বওয়া'-কে অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। আর তারা এর অধিক হক্বদার এবং গ্রহণকারী ছিলেন।[৫] আর সেটি (কালেমায়ে তাক্বওয়া) হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ'। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়াদের (নির্দিষ্ট করার জন্য) ফায়সালাতে মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন তখন মুশরিকগণ এই কালেমা হতে অহংকার করেছিল।[৬]

মুহাক্কিক্ব শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ رحمه الله এ হাদীসের সনদকে 'হাসান লি-যাতিহী' বলেছেন। হাসান লি-যাতিহী হাদীস সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ হাদীসের সামান্য নিম্ন স্তরে থাকে। তবে দলীল গ্রহণে এটি সহীহ হাদীসের সমপর্যায়ের হয়ে থাকে (যদি এর বিপরীতে কোনো সহীহ হাদীস না থাকে)। মুহতারাম পাঠক-পাঠিকাদের উপকারার্থে আমরা শায়খের পুরো বক্তব্যটুকু প্রশ্নোত্তরসহ হুবহু অনুবাদ করে দিলাম-

প্রশ্ন : কালেমায়ে ত্বাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর প্রমাণে কোনো সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় কি? (হাবীব মুহাম্মাদ)

জবাব : (বায়হাক্বীর উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করার পরে শায়খ বলেন) এই রেওয়াতটির সনদ হাসান লি-যাতিহী।

হাকিম, আসম, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব আস-সাগানী, যুহরী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব সবাই উচ্চ স্তরের আস্থাভাজন রাবী।

৪. সূরা আস-সফ্‌ফাত, আয়াত-৩৫।
৫. সূরা আল-ফাৎহ, আয়াত-২৬।
৬. বায়হাক্বী, আল-আসমা ওয়াস সিফাত হা. ১৯৫।

রাবী-১ : ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ উহাযী সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের রাবী এবং জমহুর তথা অধিকাংশ মুহাদ্দিসদের নিকটে সিক্বাহ (আস্থাভাজন) ছিলেন। ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, صدوق তিনি সত্যবাদী। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন বলেছেন, ثقة তিনি সিক্বাহ।[৭]

ইমাম বুখারী বলেছেন, ويحي ثقة এবং ইয়াহইয়া হলেন সিক্বাহ রাবী।[৮]

'ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ'-এর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আলিমদের 'জার্হ' তথা সমালোচনামূলক বক্তব্য পাওয়া যায় :

(১) আহমাদ বিন হাম্বল। (২) ইমাম ইসহাক্ব বিন মানসূর। (৩) ইমাম উক্বায়লী। (৪) ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম।

ইমাম আহমাদের সমালোচনার ভিত্তি হলেন একজন 'মাজহূল' ব্যক্তি।[৯]

এই সমালোচনাটি ইমাম আহমাদের তাওসীক্বের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ।

আবূ যুর'আহ আদ-দিমাশক্বী বলেছেন, لم يقل يعني أحمد بن حنبل في يحي بن صالح إلا خيرا আহমাদ বিন হাম্বল ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ-সম্পর্কে স্রেফ ভালোই বলতেন।[১০]

ইসহাক্ব বিন মানসূরের 'জারহ'-এর বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ বিন আলী।[১১]

আব্দুল্লাহ বিন আলীর সিক্বাহ (আস্থাভাজন) এবং সুদূক্ব (সত্যবাদী) হওয়া প্রমাণিত নয়। সুতরাং এই 'জার্হ' তথা সমালোচনামূলক বক্তব্যটি প্রমাণিতই নয়।

---

৭. ইবনে আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৯/১৫৮, সনদ সহীহ।
৮. কিতাবুয যুআফা আস-সাগীর, রাবী নং ১৪৫, হিন্দী ছাপা।
৯. দেখুন : উক্বায়লী, আয-যু'আফা ৪/৪০৮।
১০. ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব ৬৮/৭৮, সনদ সহীহ।
১১. উক্বায়লী, আয-যু'আফা ৪/৪০৯।

ইমাম উক্বায়লীর সমালোচনাটি 'আয-যু'আফা আল-কাবীর' গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। তবে 'তারীখে দিমাশক্ব' গ্রন্থে (৬৮/৭৯) এই সমালোচনাসূচক বক্তব্যটি অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই 'জারহ্'-এর বর্ণনাকারী ইউসূফ বিন আহমাদ আস্থাভাজন নন (মাজহূলুল হাল)। সুতরাং এই সমালোচনাটিও প্রমাণিত নয়।

আবূ আহমাদ হাকেম (এবং আহমাদ, ইসহাক্ব বিন মানসূর ও উক্বায়লীর বিশুদ্ধতার শর্তে)-এর 'জারহ' জমহুর মুহাদ্দিসগণের তাওসীক্বের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যাত। হাফেয যাহাবী বলেছেন, ثقة في نفسه تكلم فيه لرايه তিনি স্বয়ং সিক্বাহ। কিন্তু তার (ভুল) অভিমতের কারণে (আবূ আহমাদ হাকেম ও অন্যদের পক্ষ্য হতে) তাতে সমালোচনা করা হয়েছে।[১২]

হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, খালেদ (বিন মাখলাদ) ও ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ উভয়ই সিক্বাহ।[১৩]

আর তিনি বলেছেন, صدوق من اهل الراي তিনি আহলে রায়দের মধ্য হতে একজন সত্যবাদী।[১৪] 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এর মুহাক্কিক্বগণ লিখেছেন, بل ثقة বরং তিনি সিক্বাহ ছিলেন।[১৫]

তাহক্বীক্বের সারাংশ : ইয়াহ্ইয়া বিন সালেহ সিক্বাহ এবং সহীহুল হাদীস বা সহীহ হাদীস বর্ণনাকারী।

রাবী-২ : ইসহাক্ব বিন ইয়াহইয়া বিন আলক্বামা আল-কালবী আল-হিমসী সহীহ বুখারীর (সাক্ষীমূলক বর্ণনাসমূহ বা শাওয়াহেদ-এর) রাবী।[১৬]

---

১২. মা'রিফাতুর রুওয়াত আল-মুতাকাল্লাম ফীহিম বিমা লা য়ূজিবুর রাদ্দ, রাবী নং ৩৬৭।

১৩. ফাৎহুল বারী ৯/৫২৪, হা. ৫৩৭৮-এর আলোচনা, 'খাদ্য' অধ্যায়, 'নিকটবর্তী খাদ্য হ'তে খাওয়া' অনুচ্ছেদ।

১৪. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৫৬৮।

১৫. আত-তাহরীর ৪/৮৮।

১৬. দেখুন : সহীহুল বুখারী হা. ৬৮২, ১৩৫৫, ৩২৯৯, ৩৪৪৩, ৩৯২৭, ৬৬৪৭, ৭০০০, ৭১৭১, ৭৩৮২।